২০১৫ সালের জন্য সেরা সিকিউরিটি স্যুট

ডা. মোহাম্মদ সিয়াম মোয়াজ্জেম

ব্যবহারকারীদের কমপিউটিং জীবনকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞেরা অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার থেকে শুরু করে ফায়ারওয়াল পর্যন্ত ৪০টির বেশি সিকিউরিটি স্যুট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন সঠিক সফটওয়্যার বেছে নিতে সহায়তা করার জন্য।

ধরুন, আপনি ওয়েবে সার্ফ করছেন একটি সেরা ক্যাট ভিডিওর জন্য, বন্ধুদের সাথে স্কাইপিং করছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যুক্ত হওয়া ইত্যাদি সবকিছুই দারুণ মজার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু, আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় হ্যাকার এবং ম্যালওয়্যার। যদি আপনি সিকিউরিটির ব্যাপারে যত্নশীল না হয়ে থাকেন, তাহলে হয়তো ফেসবুক অ্যাকাউন্টের ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারেন, যা আপনার সহপাঠীদের কাছে বিরক্তিকর অ্যাড সেন্ড করতে পারে। ধরুন, আপনি যখন ক্যাট ভিডিও উপভোগ করছেন, সে সময় হ্যাকারেরা পরিকল্পনা করে ব্যাংকিং ট্রোজান পাঠানোর। এরপর যখন অনলাইন ব্যাংকিং লেনদেন শুরু করবেন, তখন তা খুব সহজে হ্যাকারদের দখলে চলে যাবে।

সুতরাং সিকিউরিটির গুরুত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। শীর্ষ সিকিউরিটি ভেন্ডর আপনার জন্য ইতোমধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক সম্পন্ন করেছে, তৈরি করেছে এক অল-ইন-ওয়ান সিকিউরিটি স্যুট, যেখানে সমন্বিত রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফিচার।

এ লেখায় ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে উপস্থাপন করা হয়েছে কিছু সেরা সিকিউরিটি স্যুট। সেখান থেকে আপনার পছন্দের একটি বেছে নিন, যেখানে থাকবে আপনার প্রয়োজনীয় সব ফিচার।

স্যুটের বেসিক অ্যাডভ্যান্সড ফিচার

বেশিরভাগ সিকিউরিটি ভেন্ডর অফার করে থাকে তিন লেভেলের সিকিউরিটি পণ্য। যেমন– প্রথমত স্ট্যান্ডঅ্যালোন অ্যান্টিভাইরাস ইউটিলিটি, দ্বিতীয়ত এন্ট্রিলেভেল সিকিউরিটি স্যুট এবং তৃতীয়ত বাড়তি কিছু ফিচারসহ অ্যাডভ্যান্সড স্যুট। এন্ট্রিলেভেল স্যুটের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে অ্যান্টিভাইরাস, ফায়ারওয়াল, অ্যান্টিস্প্যাম, প্যারেন্টাল কন্ট্রোল এবং কিছু বাড়তি প্রাইভেসি প্রটেকশন। অ্যাডভ্যান্সড 'মেগা-স্যুট' বিশেষভাবে যুক্ত করে ব্যাকআপ কম্পোনেন্ট এবং কিছুটা সিস্টেম টিউন-আপ ইউটিলিটির ধরন। কোনো কোনো স্যুট যুক্ত করে পাসওয়ার্ড ম্যানেজার এবং অন্যান্য বাড়তি সিকিউরিটি।

যখনই কোনো নতুন প্রোডাক্ট লাইনের আগমন ঘটে, বিশেষজ্ঞেরা তখন অ্যান্টিভাইরাস রিভিউ করার মাধ্যমে তাদের কাজ শুরু করেন। অ্যান্ট্রিলেভেল স্যুটের রিভিউতে দেখা হয় স্যুট-স্পেসিফিক ফিচার। মেগা-স্যুট রিভিউতে ফোকাস করা হয় অ্যাডভ্যান্সড ফিচার। এটি রেফার করে অ্যান্ট্রিলেভেল স্যুট রিভিউ ফিচার, যা উভয়ের মাধ্যমে শেয়ার করা হয়। আপনার পছন্দ বেসিক বা অ্যাডভান্সড সিকিউরিটি স্যুট পুরোপুরি নির্ভর করে কী ধরনের ফিচার আপনার দরকার তার ওপর।

এ ক্ষেত্রে সিম্যানটেক হলো ব্যতিক্রম। আগে এ কোম্পানি পিসি, ম্যাক এবং মোবাইলের জন্য অফার করে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিভাইরাস এবং স্যুট প্রটেকশন। যেহেতু গত বছর এসব স্ট্যান্ডঅ্যালোন প্রোডাক্ট অপসৃত হয়ে সিম্যানটেক নর্টন সিকিউরিটি টুলে গুটিয়ে নেয়া হয়।

কোর অ্যান্টিভাইরাস প্রটেকশন

সিকিউরিটি স্যুটের কেন্দ্রস্থল বা মূল হলো অ্যান্টিভাইরাস। একটি অ্যান্টিভাইরাস কম্পোনেন্ট ছাড়া কোনো স্যুট নেই। খুব সঙ্গতভাবেই আমরা সবাই চাই এমন এক স্যুট, যার অ্যান্টিভাইরাস টুল খুব কার্যকর এবং সহায়ক। বিশেষজ্ঞেরা বিবেচনায় আনেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি অ্যান্টিভাইরাস পণ্য ল্যাব টেস্টে উচ্চতর রেটিংয়ের আলোকে সেরা হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। বিভিন্ন ল্যাব টেস্টে সিকিউরিটি টুলের রেটিং ভালো যেটি সেটি বেছে নিন।

ফায়ারওয়াল বেছে নেয়

একটি টিপিক্যাল পার্সোনাল ফায়ারওয়াল প্রটেকশন অফার করে দুটি মূল এরিয়ায় বা ক্ষেত্রে। একদিকে এটি মনিটর করে সব নেটওয়ার্ক ট্রাফিক, যাতে নেটওয়ার্কের বাইরে থেকে অবৈধভাবে কেউ নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশ করতে না পারে। অপরদিকে এটি রানিং অ্যাপ্লিকেশনের ওপর নিবিড়ভাবে দৃষ্টি রাখে, যাতে কেউ নেটওয়ার্ক সংযোগকে অপব্যবহার করতে না পারে। বিল্ট-ইন উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল ট্রাফিক মনিটরিং হ্যান্ডেল করে, তবে এ ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম কন্ট্রোল সম্পৃক্ত করে না। উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল ইতোমধ্যে অপরিহার্য কাজগুলো যে সম্পাদন করেছে তা চিহ্নিত করে অল্প কয়েকটি সিকিউরিটি স্যুট ফায়ারওয়াল কম্পোনেন্ট স্কিপ করে বা এড়িয়ে যায়।

আপনার প্রত্যাশিত সবশেষ বিষয়টি হলো ফায়ারওয়াল, যা আপনার অনলাইন কার্যকলাপকে ধারণাতীত কোয়েরির মাধ্যমে নাজেহাল করে। পোর্ট ৮০৮০-এ Should OhSnap32.exe-কে 111.222.3.4-এর সাথে যুক্ত করতে দেবেন নাকি ব্লক করবেন। আধুনিক ফায়ারওয়ালে জানা প্রোগ্রামের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে কনফিগার করার অনুমোদন দিয়ে এ ধরনের কোয়েরিকে বাদ দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে সেরা উপায় হলো বেমানান নেটওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটি এবং অন্যান্য সন্দেহজনক আচরণকে নিবিড়ভাবে মনিটর করার মাধ্যমে অপরিচিত প্রোগ্রামকে হ্যান্ডেল করা।

স্প্যাম

ই-মেইল প্রোভাইডারের ফিল্টারের কারণে যদি জীবনে কখনই কোনো স্প্যাম মেসেজ না পেয়ে থাকেন, তাহলে সম্ভবত আপনি হবেন বিশ্বের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। অথবা ব্যাপকভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত ও বিরক্তিকর ই-মেইল দিয়ে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বেন। এমন এক অবস্থা হবে যে, আপনার বৈধ ই-মেইল খুঁজে বের করতেও হিমশিম খেতে হবে। এমনকি স্প্যাম ফিল্টার জাঙ্ক করতে পারে গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ। স্প্যাম ফিল্টারের কারণে ই-মেইল ডাউনলোডিং প্রসেস বেশ ধীর হয়েছে।

প্রাইভেসি প্রটেকশন

বিশ্বের সেরা অ্যান্টিভাইরাস টুলও আপনাকে সুরক্ষিত করতে পারবে না, যদি প্রতারণামূলক ওয়েবসাইট সুকৌশলে আপনার গুরুত্বপূর্ণ সিকিউরিটির তথ্য হাতিয়ে নেয়। ফিশিং সাইট হলো মুখোশধারী ব্যাংক সাইট, অকশন সাইট, এমনকি অনলাইন গেম সাইট হিসেবেও আচরণ করে। যখনই আপনার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড এন্টার করবেন, তখনই আপনার অ্যাকাউন্ট কম্প্রোমাইজ করবে। কিছু কিছু সুচতুর ফিশিং সাইট এমনভাবে আচরণ করবে, যাতে আপনার সন্দেহের বাইরে থাকে।

কিছু কিছু ব্যবহারকারী ফিশিং সাইট থেকে সরে থাকেন, যা সুনিশ্চিতভাবে প্রাইভেসি প্রটেকশনে বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে এটিই একমাত্র উপায় নয়, যা আপনার প্রাইভেট ইনফরমেশনকে অনাকাঙ্ক্ষিত কারও হাতে পড়তে দেবে না। ইউজারের ডিফাইন করা গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল ডাটা যেমন ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইত্যাদি রক্ষার জন্য কেউ কেউ সুনির্দিষ্ট প্রটেকশন অফার করে থাকে। আপনার কমপিউটার থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল ডাটা ট্রান্সমিট করার সময় যাতে অ্যালার্ম বাজে তা সেট করুন।

অপশনাল প্যারেন্টাল কন্ট্রোল

প্যারেন্টাল কন্ট্রোল ফিচারকে বাদ দেয়ার জন্য কোনো স্যুটকে দন্ডিত করা যায় না। আমাদেরকে বিবেচনায় আনতে হবে যে সবার ঘরে শিশু বা তরুণ বয়েসী সন্তান নেই এবং সব অবিভাবকই তাদের সন্তানদের কন্ট্রোল করতে এবং তাদের ব্যবহৃত কমপিউটারকে মনিটর করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন না। তবে যাই হোক প্যারেন্টাল কন্ট্রোল যদি থাকে, তাহলে তা ব্যবহার করা উচিত।

অনুপোযুক্ত ওয়েবসাইট ব্লক করা এবং আপনার ▸

প্রযুক্তির সাথে তারকা সাবরিনা পড়শী

রেজাউর রহমান রিজভী

চ্যানেল আইয়ের ক্ষুদে গানরাজ প্রতিযোগিতা-২০০৮ থেকে উঠে আসা সংগীতশিল্পী সাবরিনা পড়শীর জন্ম ১৯৯৬ সালের ৩০ জুলাই। বয়সে নবীন হলেও এরই মধ্যে তিনি সেলিব্রেটির তকমা পেয়েছেন। প্রচুর ভক্ত ও শ্রোতা রয়েছে তার। এর প্রমাণ হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে পড়শী ব্যাপক জনপ্রিয়। মোটামুটি প্রায় সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেই পড়শীর অ্যাকাউন্ট রয়েছে এবং এর বেশিরভাগই ভেরিফায়েড। ফেসবুকে পড়শীর ফলোয়ার সংখ্যা ৭২ হাজার হলেও তার ফেসবুক ভেরিফায়েড লাইক পেজে এই সংখ্যা ৫২ লাখের ওপর, যা দেশের সব সংগীত তারকার মধ্যে সর্বোচ্চ। এছাড়া ফেসবুকে পড়শীর ব্যান্ড 'বর্ণমালা'র ভেরিফায়েড লাইক পেজেও রয়েছে ২৭ লাখ লাইক।

পড়শীর নিজস্ব ওয়েবসাইট হলো www.porshi.net। এই সাইট থেকে পড়শীর ভক্তরা তার যাবতীয় আপডেট পেতে পারবেন। এতে রয়েছে পড়শীর নতুন নতুন গান ও ভিডিও দেখা এবং শোনার সুযোগ। এছাড়া পড়শীর ভক্তরা তাকে এখান থেকে মেসেজও করতে পারবেন।

টুইটারে ২০১১ সালের জানুয়ারিতে অ্যাকাউন্ট খোলেন পড়শী। তার টুইটার অ্যাকাউন্টও ভেরিফায়েড। সেখানে তার ফলোয়ার সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার। এতে তিনি প্রায় ৮ শতাধিক টুইট করেছেন।

ইউটিউবে পড়শীর সাড়ে ৭ হাজার সাবস্ক্রাইবার রয়েছে। আর ইউটিউব ভেভোতে তার সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ১৬শ'র বেশি। সাবস্ক্রাইবার ইউটিউবে পড়শীর একদম নতুন ভিডিওগুলো দেখার সুযোগ পাবেন।

এছাড়া সম্প্রতি ছবি শেয়ারিংয়ের ওয়েবসাইট ইনস্টাগ্রামেও ভেরিফায়েড হয়েছে পড়শীর আইডি। এখন থেকে পড়শীর এই আইডিতেও সব ধরনের ছবি ও ভিডিও দেখা যাবে। পড়শী বলেন, 'ইনস্টাগ্রামে ভেরিফায়েড হওয়ার বিষয়টা নতুন এক অভিজ্ঞতা। আমি খুব খুশি।'

এছাড়া ফেসবুক-ইউটিউবের পর পড়শী বেছে নিয়েছেন ইন্টারনেটে কথা বলা ও বার্তা পাঠানোর সেবা 'ভাইবার'কে। ভাইবারের 'পাবলিক চ্যাট' সুবিধা নিচ্ছেন পড়শী। ফলে ভক্তরা পড়শীকে ফলো করতে পারবেন। নির্দিষ্ট সময়ে চ্যাটও করা যাবে পড়শীর সাথে। পড়শী বলেন, 'আসলে ভক্তরাই তো আমার গানের প্রাণ। তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা আমার নিয়মিত কাজের একটি অংশ। তাই ভাইবারের এই সুবিধাটি নিলাম।'

এর বাইরে পড়শী সম্প্রতি ফেসবুকে লাইভ চ্যাট করারও উদ্যোগ নিয়েছেন।

বিভিন্ন সাইটে পড়শীর লিঙ্ক

ইউটিউব : youtube.com/channel/UCTFizpfpp1T5KefzPiveo5w

ইউটিউব ভেভো : youtube.com/channel/UCzSWolxpfwujkwMoYCIWUow

ওয়েবসাইট : http://www.porshi.net

ফেসবুক : facebook.com/porshi01

ফেসবুক লাইক পেজ : https://www.facebook.com/porshi

ব্যান্ড বর্ণমালার লাইক পেজ : facebook.com/porshiandbornomala

ইনস্টাগ্রাম : www.instagram.com/porshi

টুইটার : https://twitter.com/porshi কজ

▶ সন্তান কতটুকু সময় ইন্টারনেটে বা কমপিউটারে ব্যয় করলো- এ দুটি হলো প্যারেন্টাল কন্ট্রোল সিস্টেমের মূল উপাদান তথা কম্পোনেন্ট। কিছু কিছু স্যুট যুক্ত করে অ্যাডভ্যান্স ফিচার যেমন, ইনস্ট্যান্ট মেসেজ মনিটরিং, ESRB রেটিং ভিত্তিক সীমিত গেম এবং শিশুদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং কার্যকলাপ ট্র্যাক করা ইত্যাদী।

ব্যাকআপ এবং টিউনআপ

আপনার সব ফাইলের ব্যাকআপ রাখার অর্থই হচ্ছে চূড়ান্ত বা আল্টিমেট সিকিউরিটি। এমনকি ক্রিপ্টোলকার আপনার ডাটা ভেঙ্গে চুড়মার করে ফেললেও আপনি ব্যাকআপ থেকে ডাটা রিস্টোর করতে পারবেন। কোনো কোনো ভেন্ডর তাদের মেগা স্যুট অফার করার জন্য ব্যাকআপ সংরক্ষণ করে রাখে। যেখানে অন্যার এটি সম্পৃক্ত করে এন্ট্রি-লেভেল স্যুটে। এ লেখাটি সতর্কতার সাথে পড়ে নিন কেননা ব্যাকআপ ক্যাপাবিলিটি অনেক বিস্তৃত। একেবার লো এন্ডে কোনো ভেন্ডর আপনাকে কিছুই দেবে না। আপনি কিছুই পাবে না মজি, আইড্রাইভ বা আরেকটি অনলাইন ব্যাকআপ সার্ভিস থেকে। ভেন্ডরের মাধ্যমে লোকাল ব্যাকআপের সক্ষমতাই হাই এন্ডে আপনি পেতে পারেন ২৫ জিবি অনলাইন ব্যাকআপ হোস্টেড।

সিস্টেম পারফরমেন্স টিউন আপ করার সাথে সিকিউরিটির সরাসরি কোনো সংযোগ নেই যদি না তা সিকিউরিটি স্যুটের পারফরমেন্সের প্রতিকূলে কাজ করে। তবে যাই হোক, টিউনআপ কম্পোনেন্ট প্রায়শ: সম্পৃক্ত করে প্রাইভেসি সংশ্লিষ্ট ফিচার ব্রাউজিং যেমন, ব্রাউজিং হিস্টোরির চিহ্ন পরিষ্কার করা, টেম্পোরারি ফাইল মুছে ফেলা এবং অতি সম্প্রতি ব্যবহার হওয়া ডকুমেন্টের লিস্ট মুছে ফেলা।

উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্টের আলোকে আপনার সিকিউটি সিকিউরিটি স্যুট নির্বাচন করে নিতে পারেন। এ জন্য বিভিন্ন সিকিউরিটি স্যুটের ওয়েবসাইটে ভিজিট করে তাদের ফিচারগুলো যেমন জেনে নিতে পারবেন, তেমনই জেনে নিতে পারবেন বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন সিকিউরিটি স্যুটের স্যুটের রেটিং। তবে যাই হোক, সিকিউরিটি স্যুট নির্বাচনের আগে, আপনি কী ধরনের কাজ করে থাকেন, আপনার প্রয়োজন কী তা নির্ধারণ করে সিকিউরিটি স্যুট নির্বাচন করা উচিত।

লক্ষণীয়

স্বতন্ত্র সিকিউরিটি ইউটিলিটি এর কালেকশন ব্যবহার করার পরিবর্তে একটি সিকিউরিটি স্যুট ব্যবহার করার একটি বড় কারণ হলো ইন্টিগ্রেটেড স্যুট এর কাজ করতে তুলনামূলকভাবে অল্প কিছু প্রসেস এবং সিস্টেম রির্সোস ব্যবহার করে থাকে। ফলে আধুনিক স্যুটের পারফরমেন্স যথেষ্ট উন্নত হয়। সিস্টেমে নির্দিষ্ট স্যুট এবং স্যুট ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে ইউটিলিটি ইনস্টল করা হলে সিস্টেমে এর পারফরমেন্সে কেমন প্রভাব পরে তা দেখার জন্য বিশেষজ্ঞের সিস্টেমে তিনটি সাধারণ অ্যাকশন পর্যবেক্ষণ করেন। প্রাতটি টিস্টের ফলাফল করেন। এক্ষেত্রে একটি টেস্টে মেজার করা হয় সিস্টেম বুট টাইম, অপরটি হলো ড্রাইভের মাঝে ফাইলের বড় সংগ্রহের কপি ও মুভ এবং তৃতীয় ও সর্বশেষটি হলো তাৎক্ষণিকভাবে ওইসব ফাইলের সংগ্রহের জিপ এবং আন জিপ করা কজ

ফিডব্যাক : siam.moazzem@gmail.com